যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে

উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

গবেষণার শিরোনাম

বাংলা ছোটগল্পে (নির্বাচিত) প্রান্তিকজীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র: একটি পর্যালোচনা

(১৯২৩-১৯৯০)

গবেষক

সাগরিকা সাহা

'বাংলা ছোটগল্পে (নির্বাচিত) প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র: একটি পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৯০)'- শীর্ষক গবেষণাপত্রে ১৯২৩-১৯৯০ কালপর্বে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামোর অন্তেবাসী মানুষদের প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজচিত্র বাংলা ছোটগল্পকারদের লেখনীতে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, তারই অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রটি ভূমিকা, উপসংহার ও সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে জনজাতির সংজ্ঞা-স্বরূপ, তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আলোচনার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের চল্লিশটি জনজাতি গোষ্ঠী সম্পর্কিত নানান তথ্য আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায় তিনটি উপঅধ্যায়ে বিন্যস্ত, প্রথম উপঅধ্যায়ে জনজাতি/আদিবাসী কারা? আদিবাসীর সংজ্ঞা, স্বরূপ ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় উপঅধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের ৪০টি জনজাতি গোষ্ঠীর তথ্যভিত্তিক পরিচয় আলোচিত এবং এই অধ্যায়ের শেষ তৃতীয় উপঅধ্যায়ে আদিবাসী এবং হিন্দু নিম্নবর্গের দলিত মানুষদের জাতিগত পার্থক্যের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচীনসাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সমাজের নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক ও জনজাতি সমাজজীবনের কালানুক্রমিক রূপরেখা নির্মাণের প্রয়াস করা হয়েছে। যেকোন শিল্পমাধ্যমই একটা বিশেষ সময়ের দর্পণ। সাহিত্য কেবল শিল্পচর্চা নয়, শিল্পীর মননে-মস্তিষ্কে সময়ের প্রভাব থাকবেই, কালচেতনাকে উপেক্ষা করা যায় না, সেই চলমান সময়ের খণ্ড চকিতভাব এবং নিজস্ব চিন্তাচেতনার বিমূর্ত রূপ প্রাণ পায় লেখকের কলমে, সাহিত্যের পাতায়। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব থেকে স্বাধীনোত্তর কয়েকদশকের কালান্তরে এবং রাজনৈতিক পালাবদলে আদিবাসী সমাজজীবনের হেরফের, আদিবাসীচিন্তার ক্রমপ্রসারণের ইঙ্গিত বোঝা সম্ভব

একমাত্র সাহিত্যের মাধ্যমে। এই অধ্যায়ে প্রাচীন সাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণের কালান্তরে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্রের রূপরেখা নির্মাণের প্রয়াস করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৯২৩ অর্থাৎ কল্লোল যুগ থেকে প্রাক্-বিশ্বায়ন পর্ব ১৯৯০, এই সময়পর্বে দেশ-কাল, পটভূমি আলোচনার পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে আদিবাসীদের অবস্থান চিত্র আলোচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এবং প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্ব, সমরকালীন ও বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্ব, বিয়াল্লিশের আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, স্বাধীনতা, সংবিধান, আদিবাসী স্বার্থে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানান আইন, নিয়ম-নীতি, তার সাফল্য-ব্যর্থতা, নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, সরকার বদল, গণতন্ত্রের নামে প্রহসন, এই জোয়ার-ভাটায় রাষ্ট্রের উপেক্ষিত মানুষ যারা সেই প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের অবস্থান কীরূপ এই দেশ-কালের পটভূমিতে তা এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা ছোটগল্পকারদের (১৯২৩-১৯৯০) পরিচিতি এবং লেখকদের সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে যে জীবনসঞ্জাত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ভিন্ন মানসপ্রবণতা, তাঁদের সমাজচেতনা, মুক্তদৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনদর্শন তা আলোচনা করা হয়েছে। নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে সময়ের দাবিকে উপেক্ষা না করে বিভিন্ন ছোটগল্পকার তাঁদের শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ, জীবনদর্শনের গভীর উপলব্ধি থেকে ছোটগল্পে আদিবাসী মানুষ ও তাদের জীবনসত্য তুলে ধরেছেন এবং আদিবাসী বিশ্ব নির্মাণের প্রয়াস করেছেন। এই অধ্যায়ে সেই সবকিছুই আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলির বিচিত্র পটভূমি এবং গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য আলোচনা করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়টি দুটি উপঅধ্যায়ে বিন্যস্ত: পটভূমি- বৈচিত্র্য এবং বিষয়-বৈচিত্র্য। জনজাতি জীবনাশ্রয়ী ছোটগল্পের বৈচিত্র্যময় পটভূমি এবং বিচিত্র জনজাতি বিষয়ক কাহিনির রূপায়ণ আদিবাসী জগতের পরিধিকে প্রতিবিম্বিত করেছে। বিচিত্র পটভূমির আলোকে আদিবাসী জনজীবন আবর্তিত সেই আলোচনার সূত্রে পটভূমি বৈচিত্র্যের পাঁচটি শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এছাড়া গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলতে একইভাবে বিষয়কেন্দ্রিক শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের ব্যক্তিজীবন, ব্যক্তিসংশয়, বিচ্ছিন্নতাবোধ, তাদের আর্থিক সঙ্কট-সমস্যা, সামাজিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও অবস্থান, তাদের দাম্পত্য-প্রেম-পরকীয়া-মনস্তত্ত্বের নানান স্তরীয় বিন্যাস, আরও নানান বিচিত্রমুখী বিষয় এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯), আইভন পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬), এডলার, ইয়ুং, জাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও দার্শনিক চিন্তাভাবনার আধারে গল্পের প্রান্তিক, জনজাতি চরিত্রগুলির জীবনের স্বভাব-স্বরূপ ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের যে

নানান স্তরীয় বিন্যাস এবং মানবমনের অতল রহস্য তা অনুধাবনের প্রয়াস করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে, জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলিতে সংস্কৃতির রূপায়ণে সংস্কৃতি ধারার যে ইতিহাসের বিবর্তন, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক উপাদান- 'স্থিতি', 'সৃষ্টি' এবং 'লয়', বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ বা 'অ্যাকালচারেশন', 'ডিফিউসান', 'কালচার কমপ্লেক্স'-এর প্রেক্ষিতে জনজাতি মানুষদের লোকায়ত জীবন, নানান লোকসংস্কার-বিশ্বাস, আচার-রীতি-নীতি-প্রথা, সংস্কৃতি, লোকাচার, উৎসব, ধর্মীয় ভাবনা, পেশা, খাদ্য-বস্ত্র-অলঙ্কারের যে চিত্র প্রস্ফুট, তারই রূপরেখা নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও আরও নানান লোকসাংস্কৃতিক তত্ত্ব- 'মান্যা', 'ম্যাজিক', 'টোটেম', 'ট্যাবু'র আধারে সমাজের প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের সংস্কার-লোকবিশ্বাস-লোককথার অন্তর্নিহিত প্রত্যয় অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বোপরি ভূমিকা এবং সাতটি অধ্যায়ের সামগ্রিক আলোচনার রূপরেখা নির্মাণের প্রয়াস করা হয়েছে উপসংহারে।

সংশ্লিষ্ট গবেষণা অভিসন্দর্ভে ১৯২৩-১৯৯০, এই বিস্তৃত কালপর্বের পঁচিশজন বাংলা ছোটগল্পকারের একশো সত্তরটি বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র এবং বাংলা ছোটগল্পের ক্যানভাসে উদ্ভাসিত আদিবাসী চেতনার স্বরূপ ও আদিবাসী বিশ্ব নির্মাণের বিচিত্র প্রবণতার রূপরেখা বিশ্লেষণে সচেষ্ট থেকেছি। গল্পগুলিতে প্রতিবিম্বিত আদিবাসী জীবনস্বরূপ তা কেবল স্থানিক গন্ডিতে আবদ্ধ নয়, তা গোটা ভারতবর্ষের প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের জীবনসত্য।